প্রথম আলো

তারিখ 03 APR 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

# বেসরকারি মেডিকেল কলেজ

## শর্ত না-মানাদের জন্য নতুন শর্ত!

বিগত সরকারের মেয়াদের শেষ দিকে তড়িঘড়ি করে যে ১১টি মেডিকেল কলেজের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল, তার কোনোটিই ন্যূনতম শর্ত মানেনি বলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই তা স্থগিত করে দেন। স্বভাবতই ধারণা করা গিয়েছিল যে এখন থেকে শর্তাবলি যথাযথ পূরণ হলেই বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলো অনুমোদন পাবে। গত মঙ্গলবার স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ইউএস ডেন্টাল কলেজ ও রংপুরের কাছিরউদ্দিন মেডিকেল কলেজকে অনুমোদন দেওয়া না হলেও রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের নামে প্রতিষ্ঠিত একটি মেডিকেল কলেজকে 'শর্ত সাপেক্ষে' অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির নামে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনুমোদনের ব্যাপারে কারও আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু অনুমোদনের আগে প্রতিষ্ঠানটি নীতিমালার শর্ত পূরণ করেছে কি না, সেটাই বড় প্রশ্ন। নীতিমালায় আছে, যেকোনো মেডিকেল কলেজের জন্য নিজস্ব জমিতে পৃথক হাসপাতাল ও একাডেমিক ভবন থাকতে হবে এবং একাডেমিক ভবন চালুর অন্তত দুই বছর আগে ২৫০ শয্যার হাসপাতাল চালু করতে হবে। যেখানে শর্ত পূরণ না করলে কোনো প্রতিষ্ঠানের আবেদন করারই সুযোগ নেই, সেখানে 'শর্ত সাপেক্ষে' অনুমোদন দেওয়ার কী যৌক্তিকতা থাকতে পারে?

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তার ভাষ্য অনুযায়ী নীতিমালা তাঁদের কাছে বাইবেলের মতো। কিন্তু সেই বাইবেল যথাযথ অনুসৃত হচ্ছে কি না, তা দেখার দায়িত্বও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে নিতে হবে। অধিকাংশ বেসরকারি মেডিকেল কলেজের হালচাল দেখে মনে হয় না সেখানে কোনো নজরদারি আছে।

বিএনপি আমলে বিএনপির নেতাদের এবং আওয়ামী লীগ আমলে আওয়ামী লীগের নেতাদের মধ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার হিড়িক লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে কতটা শিক্ষার প্রতি অনুরাগ থেকে আর কতটা ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি কাজ করে, তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই।

মেডিকেল বা চিকিৎসাবিজ্ঞানটি হাতে-কলমে শিখতে হয়। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসক তথা শিক্ষক না থাকলে চিকিৎসাবিদ্যার পাঠ কেবল দুরূহ নয়, অসম্ভবও। সরকারের নীতিনির্ধারকেরা বিষয়টি যত দ্রুত অনুধাবন করবেন, ততই মঙ্গল।